অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসূল ﷺ

ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ
মুফতী সাইফুল ইসলাম

সম্পাদনা
প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

বই	**অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসূল ﷺ**
মূল	ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ	মুফতী সাইফুল ইসলাম
সম্পাদনা	প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স ও কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (CWI)

অমুসলিমদের সাথে
যেমন ছিলেন রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মূল

ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ

মুফতী সাইফুল ইসলাম

মুহাদ্দিস, জামিয়া ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) ভাটারা, ঢাকা-১২১২

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».

"ইবন আবু লায়লা থেকে বর্ণিত, কায়স ইবন সা'দ ও সাহল ইবন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা দু'জনই কাদিসিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে তারা দু'জনই দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদেরকে বলা হলো, এটি তো ত্র এলাকার (একজন অমুসলিমের) জানাযা। উত্তরে তারা বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে তিনি দাঁড়িয়ে যান। এ সময় তাঁকে বলা হলো: এটি একজন ইয়াহূদীর জানাযা। উত্তরে তিনি বললেন: সে কি মানুষ নয়?"[১]

০১. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, (অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি ইয়াহূদীর জানাযা দেখে দাঁড়ায়) হাদীস নং ১৩১২; মুসলিম, আস-সহীহ (অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: জানাযা যেতে দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া) হাদীস নং ৯৬১।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় কলাম ০৯
অনুবাদকের কথা ১১
প্রাককথন ১৩
এ মহা সত্যের কেন এতো বিরোধিতা? ১৬
ইসলাম বিরোধীদের শেকড় সন্ধানে ১৬
মুসলিমগণ কোথায়?! ২৩

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

অমুসলিমদের স্বীকৃতি ৪২
প্রথম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অমুসলিমদের স্বীকৃতি ৪৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অমুসলিমরা কি মুসলিমদের ব্যাপারে অবগত বা স্বীকৃতি দেয়? ৬২
মুসলিমদেরকে স্বীকৃতি প্রদানে ইয়াহূদীদের অবস্থান ৬৩
মুসলিমদেরকে স্বীকৃতি প্রদানে খ্রিস্টানদের অবস্থান ৮০
মুসলিমদেরকে স্বীকৃতি প্রদানে মুশিরকদের অবস্থান ৮২

তৃতীয় অধ্যায়

অমুসলিমদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান প্রদর্শন ৮৬
প্রথম পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের সাথে কথোপকথনের মাধুর্য ৮৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বানের নববী পদ্ধতি ৯৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিরোধীদের প্রশংসা করা ৯৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অমুসলিম দূত ও প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নববী প্রটোকল ১০৪

চতুর্থ অধ্যায়

অমুসলিমদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা ১১৪
প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামী শরী'আতে ন্যায়পরায়ণতা ১১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সম্পদের লেনদেনে ন্যায়পরায়ণতা ১২৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিচারব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা/নিরপেক্ষতা ১২৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকারের ব্যাপারে দুরাচারিদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা ১৩৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা ১৪৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না ১৫৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ: অত্যন্ত অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও ন্যায়পরায়ণতা ১৬২

পঞ্চম অধ্যায়

অমুসলমিদরে সাথে সদাচরণ ১৭১
প্রথম পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের সাথে সদাচরণের ঐশী পদ্ধতি ১৭২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ১৭৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্যাতনকারী অমুসলিমদের সাথে তাঁর সদাচরণ ১৭৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরোদ্ধাচারণকারী নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ১৯৩
প্রথম পরিচ্ছেদ: মক্কার শত্রু-নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ১৯৪
এক. আবু সুফিয়ানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ১৯৪
দুই. ইকরিমা ইবন আবু জাহলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২০৮
তিন. সাফওয়ান ইবন উমাইয়ার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২১৪
চার. সুহাইল ইবন আমরের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২২৩

পাঁচ. ফুযালাহ ইবন উমায়েরের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২২৬
ছয়. হিনদ বিনতে উতবার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২২৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অন্যান্য গোত্রের শত্রু-নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২৩৪
এক. মালেক ইবন আউফ আন-নাসরী’র সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২৩৪
দুই. আদী ইবন হাতেম তাঈ’র সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২৩৮
তিন. আবদ ইয়ালীল ইবন আমর আস-সাক্বাফী’র সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ ২৪৩

পরিশিষ্ট

প্রথম আবেদন: সাধারণ মুসলিমদের প্রতি ২৪৯
দ্বিতীয় আবেদন: মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতি ২৫১
তৃতীয় ও সর্বেশষ আবেদন: সর্বকালের সর্বসাধারণের প্রতি ২৫৩

সম্পাদকীয় কলাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الأَمِينِ، أَمَّا بَعْدُ...

আল্লাহর জন্য শত কোটি হামদ জাতীয় প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এমন এক নবীর উম্মত বানিয়েছেন যিনি মানব সন্তানের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং যিনি সকলের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

তার অনুসরণের জন্য সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী-রাসূলগণ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। আদম ও তার পরবর্তী সকল নবী তাঁরই ঝাণ্ডার নিচে থাকবেন কিয়ামতের দিন। মানবতার চরম উৎকর্ষ যার হাতে প্রকাশ পেয়েছিল, যিনি বলেছিলেন: "তোমরা সাদাকাহ করো এমন সব লোকদের ওপর যারা দীন মানে।"[২] শুধু মুসলিম নয় সবার জন্যই তাঁর হাত ছিল অবারিত। তাঁর সাথে যারা চরম শত্রুতা করেছিল তাদের চরম দুর্দিনে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের যখন দুর্ভিক্ষ চলছিল তিনি তাদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছিলেন।[৩] তাদের ওপর যখন তিনি কর্তৃত্ব পেলেন তখন তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন দয়ার আধার এবং মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতিচ্ছবি।

আজ মুসলিমগণ অমুসলিমদের হাতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে তার একটি কারণ হলো, আমাদের ইসলামের সৌন্দর্যকে অমুসলিমদের কাছে তুলে ধরার ব্যর্থতা। কেননা অমুসলিমরা তাদের জন্মলগ্ন থেকে শুনে আসছে যে, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। আমাদের নবী সম্পর্কে তারা যা জেনেছে তা শুধুই মিথ্যাচার, যা প্রাচ্যবিদরা

০২ মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ: ১০৩৯৮

০৩ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

শত শত গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে রটনা করেছে।

পশ্চিমা বিশ্বের তাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একপেশেভাবে তা পড়ানো হচ্ছে। তার ওপর মুসলিম বিশ্ব থেকে তাদের কাছে আগত নিজের দীনের ব্যাপারে অজ্ঞ সেসব তথাকথিত ব্যক্তিবর্গের ওপরও তাদের মিথ্যাচারগুলোকে সন্দেহ আকারে প্রবেশ করাতে সামান্যতম কসুর তারা করেনি। তারাও আজ সেসব প্রাচ্যবিদদের মিথ্যাচারকে বয়ে বেড়াচ্ছে এবং কখনও কখনও তা সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এসব ব্যথায় এক মোলায়েম পরশ হিসেবে আমাদের জন্য সুপ্রিয় মুসলিম ঐতিহাসিক ড. রাগিব সারজানি فَنُّ التَّعَامُلِ النَّبَوِيِّ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ শিরোনামে নিয়ে এসেছেন এক অনবদ্য গ্রন্থ, যা আমাদের নিকট আমাদের নবীর উদারতা, ক্ষমা ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। এসব বিষয় যদি অমুসলিমদের মাঝে সুন্দরভাবে পেশ করা যায়, তবে অবশ্যই তা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তার এ গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে "অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম"। বইটি সুন্দর-সাবলীল বাংলা অনুবাদ করেছেন বিনয়ী, সত্যভাষী, সাহসী তরুন আলেমে দীন, মুহাদ্দিস ও মুফতী মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর অনুবাদ ছিল আমার কাছে উপভোগের বিষয়। আমি রাব্বুল ইযযতের কাছে তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণের অসীলা দিয়ে দো'আ করছি, তিনি যেন গ্রন্থখানিকে কবুল করেন এবং এটিকে লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকের জন্য নাজাতের অসীলা বানিয়ে দেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল নবী-রাসূলগণের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আমরা জানি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হলো শরী'আতের প্রতিটি বিধি-বিধানের বাস্তব অনুশীলনের প্রদর্শনক্ষেত্র। তাই নবী-জীবন আমাদের জন্য জীবনাচারের এক অভিনব পন্থা পেশ করেছে, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবগোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য যতগুলো ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হতে হবে, সকল কিছুর শর'ঈ সমাধানের বাস্তব ও সুস্পষ্ট নমুনা বিদ্যমান রয়েছে তাতে।

যে সমাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসবাস করতেন সে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে চালচলন ও আচার-আচরণের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর জীবনীতে। আর সে সমাজের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীই ছিল ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, মুশরিক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়।

এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ বিষয়ে। বিজ্ঞ লেখক ড. রাগেব সারজানি গ্রন্থটিতে রাসূল ﷺ কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণির অমুসলিমদেরকে সামাজিক স্বীকৃতি দান, তাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, সদাচরণ, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিশেষ করে শত্রু-নেতাদের প্রতি তাঁর মহানুভবতার চমৎকার বিবরণ পেশ করেছেন।

মুসলিম উম্মাহ'র নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় কোনো বই

আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ করার প্রয়াস পাই। তখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন ইসলাম প্রচারক দল www.islamhouse.com গ্রন্থটি তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। আর এই অভিনব গ্রন্থটি যখন পাঠকের হাতে পৌঁছার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন কয়েকজন ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা স্বীকার না করলেই নয়।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব, যিনি বইটি সম্পাদনা করেছেন এবং যার সর্বান্তকরণ সহযোগিতা আর স্নেহ সংবেদিত আদেশে ব্রতী হয়ে উঁচু মানের আরবী সাহিত্যের এ বইটি অনুবাদ করার সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছি।

জামিয়া সাঈদিয়া কারীমিয়ায় আমার সহকর্মী মাও. আব্দুল কুদ্দুস সাহেব, যিনি এ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েছেন এবং সংশোধনী দিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, বরং ইনসাফের দাবি তো একথা স্বীকার করে নেয়া যে, আমাদের দু'জনেরই চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফসল এ অনুবাদ গ্রন্থটি।

আমার ছোট ভাই মাও. মিজানুর রহমান ফকির, প্রতিনিয়ত যার পীড়াপীড়ি আর অনুসন্ধানী নযর আমাকে তাড়া না করলে হয়তো কাজটি শেষ করা হতো কিনা আল্লাহই ভালো জানেন।

বইটি ২০১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও তখন সময় স্বল্পতায় বিশদ প্রুফ দেখার সুযোগ হয়নি। এবার "দারুল কারার পাবলিকেশন্স" এর আল আমীন ভাই বইটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করলে ব্যাপক প্রুফ কারেকশন করে তা আরো নির্ভুল করার সর্বান্তকরণ চেষ্ঠা করা হয়েছে। মূল আরবী থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও মুদ্রণে সর্বাঙ্গীন ত্রুটিমুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তবুও শব্দ ও ভাষাগত কোনো ভুল-ত্রুটি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নিবো ইনশা-আল্লাহ। মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেনো খালেসভাবে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য আমার এ পরিশ্রম কবুল করেন এবং আমার আব্বা-আম্মাসহ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতে নাজাতের অসীলা করে দেন। আমীন।

মু. সাইফুল ইসলাম
প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও মুহাদ্দিস
ই-মেইল: saifpas352@gmail.com

প্রাককথন

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ...

মানবজাতির জীবন-বিধান হিসেবে ইসলাম পূর্ণতার সুউচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ এবং সৃজনশীলতা ও অভিনবত্বের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত। এ শাশ্বত ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রিকতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর ঐ ঘোষণাই যথেষ্ট, যা তিনি কুরআন অবতরণের সমাপ্তিলগ্নে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: ٣]

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” [সূরা আল-মায়েদা: ৩]

অর্থাৎ দীন পূর্ণাঙ্গ, নিয়ামতও পরিপূর্ণ। এতে কোনোরূপ অপূর্ণতার অবকাশ নেই। মানবজীবনের সকল বিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রের যাবতীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধান এখানে বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ﴾ [الانعام: ٣٨]

“এ কিতাবে আমরা কোনো কিছুই বাদ দেইনি; তারপর তাদেরকে তাদের রবের দিকে একত্র করা হবে।” [সূরা আল-আন‘আম: ৩৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ»

“আমি তোমাদের সুস্পষ্ট দীনের ওপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত তার দিনের

মতোই। আমার পরে যে ব্যক্তি এর থেকে বিমুখ হবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"[৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হলো শরী'আতের প্রতিটি বিধি-বিধানের বাস্তব অনুশীলনের প্রদর্শনক্ষেত্র। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, শান্তি-অশান্তি, সফর-হদ্বর, সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা ও ভীতি-নিরাপত্তার সকল অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবগোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য যতগুলো ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হতে হবে সকল কিছুর শর'ঈ সমাধানের বাস্তব ও সুস্পষ্ট নমুনা নবী চরিত্রের মাঝে বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবনে ঐ শ্রেণির মানুষের সাথে আচার-আচরণ এবং লেনদেনের মডেলও উপস্থাপন করেছেন, যে শ্রেণির মানুষের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিমদের কারও না কারও আচার-আচরণ ও লেনদেন করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

নববী চরিত্রে মানবজাতির জীবন-বিধানের যে রূপরেখা পেশ করা হয়েছে তা মূলত মহান আল্লাহরই প্রণীত, প্রদত্ত এবং প্রেরিত জীবন-বিধান যা তিনি নবী জীবনের ২৩ বছরে পর্যায়ক্রমে ও প্রয়োজনানুসারে উপস্থাপন করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١﴾ [الاحزاب: ٢١]

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে।" [সূরা আল-আহযাব: ২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সংঘটিত প্রতিটি ছোট থেকে ছোট ঘটনার মাঝে রয়েছে তার পাক-পবিত্র ও স্বতন্ত্র আচরণ-বিধি, যা আমাদের মাঝে পেশ করেছে মু'আমালাত-মু'আশারাত ও সামাজিক রীতিনীতির এক আদর্শ মহাভাণ্ডার এবং আমাদেরকে দিয়েছে তার উৎকৃষ্ট

০৪. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৩; আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭১৮২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, হাদীস নং ৩৩১।

চারিত্রিক গুণাবলির বিস্তারিত বিবরণ। ফলে তাঁর প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর আচরণ আমাদের জন্য হয়ে উঠেছে মহৎ চরিত্রের অনুপম আদর্শ। এ দিকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ».

"নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম গুণাবলির পূর্ণতা বিধানের জন্যে।"(৫)

নবী জীবনের কোনো কথা, কাজ, অবস্থা, ঘটনা কিংবা কারও আচরণের প্রতিউত্তর কিছুই তার প্রসংশনীয় চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত সংঘটিত হয়নি। এমনকি ঐসব স্থানেও তিনি তাঁর মহৎ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, যেখানে উত্তম ব্যবহার দেখানো সাধারণত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যেমন- যুদ্ধ ও রাজনীতির ব্যাপারে, অত্যাচারী ও পাপাচারীদের সাথে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে রাজনীতি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের অনেকের নিকটই রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের আচার-আচরণ ও মু'আমালাত-মু'আশারাতকে চারিত্রিক পরিধি ও মানবিক গুণাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হয়; কিন্তু সীরাতে নববীর পাঠক ও গবেষক মাত্রই নবী জীবনের প্রতিটি বাঁকে এমনকি রাজনীতির ময়দানেও চারিত্রিক পরিস্থিতি ও মানবিক গুণাবলির স্পষ্ট বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করবেন।

এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অনন্য চরিত্রকে আল্লাহ তা'আলা 'আযীম' তথা 'মহৎ' বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤﴾ [القلم: ٤]

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।" [সূরা আল-কালাম: 8]

নবী চরিত্রের এ মাহাত্ম্যের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তার চরিত্র যেমন চিন্তাগত দিক থেকে মহৎ, ঠিক তেমনি বাস্তবায়নের দিক দিয়েও মহৎ।

০৫. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে হাকিম, আল-মুসতাদরাক, হাদীস নং ৪২২১; বায়হাকী, হাদীস নং ২০৫৭১; সিলসিলাতু আহাদীসিস সহীহাহ লিল আলবানী, হাদীস নং ৪৩।